৮১

তারিখ 28 DEC 1993
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

ভোরের কাগজ

'বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন খর্ব করার চক্রান্ত প্রতিহত করা হবে'

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পরিবর্তনের সংবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করার চক্রান্ত যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করা হবে বলে তারা অভিমত প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশের সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে একাধিক উপদল বিদ্যমান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে ক্রিয়াশীল গ্রুপগুলোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। গত ২২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে ৪টি প্যানেলই তাদের ইস্তেহারে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডঃ সাঈদ উর রহমান জানান, এ বছরের প্রথমদিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের যে কোনো পরিবর্তনের আগে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। অথচ এ সিদ্ধান্তের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে সামান্য আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেনি সরকার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক শাহাদত আলী জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। স্বাধীন না হয়ে জ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়। অধীনস্ত হয়ে বিদ্যাপীঠ হতে পারে– জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হবে না। শিক্ষামন্ত্রী এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলো বন্ধ করার পদক্ষেপ নিলেন। তিনি আরো বলেন, এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরকার বিশ্বদিব্যালয়ে দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থা সৃষ্টির পরিস্থিতি সৃষ্টি করছেন।

গতকাল সোমবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক জরুরি সভায় বলা হয়, শিক্ষক সম্প্রদায় ও তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা ও পূর্ণ মতৈক্য ছাড়া কোনো সংশোধনী গ্রহণ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ তা প্রতিহত করবে। অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায়, উপাচার্য প্যানেল মনোনয়ন বিধি লঙ্ঘন করায় ক্ষোভ ও নিন্দা জানানো হয় এবং '৯৪-এর ৩ জানুয়ারির আগে সিনেট সভার ঘোষণা প্রদানের দাবি জানানো হয়। সিনেট সভা ঘোষণার দাবিতে আগামীকাল ২৮ ডিসেম্বর উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে কালো পতাকা উত্তোলন, ২৮ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারি প্রতিদিন এক ঘন্টা কর্মবিরতি, ৪ জানুয়ারি পূর্ণ দিবস ধর্মঘট, ৫ জানুয়ারি থেকে পূর্ণ প্রশাসনিক অসহযোগিতার কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের এক জরুরি সভা ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক আইন সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেছে।